বাংলাদেশ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি কেম্বেল টাউন এর উদ্দগে আয়োযিত রম রমা পরিবেশে ঈদ উল আযহা উজ্জাপন ও কুরবানী

কালের গতিতে প্রতিবারের মত আবার ও বেশ হাস্যউজ্জল পরিবেশে বাংলাদেশ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি কেম্বেল টাউন এর উদ্দেগে আয়োযিত হয়েছিল ঈদ উল আযহা যামাত, **PCYC (Police Youth Community Club)** মিন্টুতে ।
স্থানিয় সকল মুসলমান গন্য মান্য ও বাংলাদেশী ছাড়াও অংশ গ্রহন করেন ফেডারেল MP, Krish Hayes , Campbelltown City Council, Councilors , Mr. Aaron Rule, Analock Chantivung, ও labour party president , Minto Branch, Mr, John Mclayn .ঈদ উল আযহা নামাজ এর দায়িত্তে অংশ গ্রহন করেন লেবানন থেকে আগত বিশিষ্ট আলেম ও সমাজ সেবক, ছেফটন বাসী মাওলানা জনাব আবদুললাহ মোয়াজ ।
এটা ছিল বাংলাদেশ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি কেম্বেল টাউন এর আরো একটি নাতুন উদ্দেগ । এই উদ্দেগ এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে বড় বড় কারী, হাফেজ, মাওলানা ধারা ইসলামিক বড় বড় অনূসটান চালিয়ে যাওয়া । এখানে উল্লেখ্য যে , নামাজ শেষে প্রান ঢালা ভালবাসা ও কলাকুলীর মাধ্যমে ঈদের মত বিনিময় ও পরিশেষে সবার মধ্যে মিষ্টি বিতরন ।
প্রতি বৎসরের মত এবার ও বাংলাদেশ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি কেম্বেল টাউন এর উদ্দগে আয়োযিত হয়েছিল কোরবানী । তবে কোরবানী ব্যবস্থাপনা কমিটি যে সব বিষয়ে তিক্ষ্ন ব্যাবস্থা নিয়েছেন তার মধ্যে বিষয় গুলি হল ,

১। নিম্নতম মুল্যে কুরবানীর আয়োজন
২। সহি ও হালাল মতে কুরবানী হচ্ছে কি না তা যাচাই বাছাই করা,
৩। **AHFS** (Australian Halal Food Services) এর অনুমুদিত কি না ও
৪। কুরবানী সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে কুরবানী মাংসকে হিমাগারে সংরক্ষন করা

ফলে বাংলাদেশ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি কেম্বেল টাউন বিশাল আয়তনের কুল রুম এর ব্যাবস্থা নিয়েছেন ম্যকুয়ারী ফিলড কুমিউনিটি হলে । গত বৎসরের কোরবানীর তুলনায় এ বৎসর কোরবানীর সংখা দুই গুন দারিয়েছে । এমন কি ঈদের আগের দিন মধ্য রাত পয্যন্ত কোরবানীর আবেদন পত্র মোমাইল ফোনের টেক্স মেসেইস ও ইমেইল এর মাধ্যমে আসতে শুরু করে । কিন্তু কোরবানী ব্যবসথাপনা কমিটি চাপ সামলাতে পারবেন কিনা বিবেচনা করে কোরবানীর পুব রাত এ কোরবানীর আবেদন পত্র নেওয়া বন্ধ করে দেন । তার জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে এবারের জন্য দুখিঃত। আগামিতে তার জন্য আমরা বিশেষ ব্যবস্থা নিব বলে আমরা অংগিকার করছি ।

যথা রিতি কোরবানী সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে খাবার উপযোগী টুকরা টুকরা ও চবি ´কম রেখে কোরবানীর মাংস অন্য যায়গায় প্রেরন করা হয়েছিল । তার পর যথা রিতি প্যাকেট এর মাধ্যমে আমাদের কুল রুমে প্রেরন করা হয় । বিকাল ৬টা থেকে কোরবানীর মাংস সংগ্রহ করার জন্য ম্যকুয়ারী ফিলড কুমিউনিটি হলের সম্মুখে সদস্য ও সদস্যা দের ভীড় জমে যায় । কোরবানী ব্যবসথাপনা কমিটির সদস্যরা টোকেনের মাধ্যমে মধ্য রাত পয্যন্ত কোরবানীর মাংস বিতরন করতে থাকে । ঈদের পরের দিন আবার দুপুর ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পয্যন্ত কোরবানীর মাংস বিতরন করতে থাকে ।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে মাংস বিতরন চলাকালীন সময়ে মিস্টির ব্যাবস্থা, ঠান্ডা পানীয় ও চা এর পরযাপ্ত ব্যাবস্থা ছিল । ফলে হৈ -হৈ রৈ -রৈ সরে ঈদের আমেজ চলতে থাকে । বাডীতে গিয়ে সবাই দিব্বি কোরবানীর মাংস এঞ্জয় করতে থাকে ।

আর কোরবানীর ফরম সংগ্রহ করার জন্য যে সকল প্রতিস্ঠান সমুহ বাংলাদেশ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি কেম্বেল টাউন এর সহযোগিতায় ছিলেন । তারা হলেন

১। বাংলাদেশ বাজার , মিন্টু
২। সোনার বাংলা এন্টার প্রাইজ প্রাইভেট লিঃ , ইঙ্গেলবান ´
৩। বেংগল ভিডিও এণ্ড স্পাইচেস,ম্যকুয়ারী ফিলড ও
৪। চক বাজার , কেমছী

আর বাকি সব বাংলাদেশ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি কেম্বেল টাউন এর বলিস্ট কর্মি । ঈদ জামাত ও কোরবানী ব্যবসথাপনা কমিটির আহব্বায়ক জনাব আলাউদ্দিন অলোক , ওয়েল ফেয়ার সেক্রেটারী , ঈদ জামাত ও কোরবানীর ছবি সঙ্কলন এর কাজে নিয়োজিত ছিলেন বাংলাদেশ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির জয়েন্ট সেক্রেটারী জনাব মোরশেদ আলম খোকন ।

ঈদ ও কোরবানী ব্যাবস্থাপনা সম্পরকিয় সব বিষয়ে বাংলাদেশ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটিকে সহযোগিতা করেছেন , ছেফটন মসজিদের ইমাম জনাব ডঃ আবদুল করিম । বাংলাদেশ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে জনাব ডঃ আবদুল করিম সাহেবকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতগ্যতা প্রকাশ করছি ।

ঈদ ও কোরবানী ব্যাবস্থাপনা সম্পরকিয় ছবি সংযুক্ত করা হল, সবাই কে দেখার জন্য আমন্ত্রন রইল ।
প্রচার ও প্রকাশনায় আমি গোলাম জাকারীয়া (জাকু)